কোভিড ১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১৮ই এপ্রিল ২০২১ খ্রি.

কোভিড ১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির ৩১তম সভা জুম এর মাধ্যমে ১৮ই এপ্রিল ২০২১ রাত ৮:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা। সভার শুরুতে কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত হয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় ও পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়। সভায় কমিটির সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নীচের সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় ।

সভায় সংক্রমণ এর অবস্থা ও প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সারাদেশে কোভিড-১৯ এর উচ্চ সংক্রমণ ও ক্রমবর্ধমান মৃত্যুতে সভা উদ্বেগ প্রকাশ করে। জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি কমপক্ষে দুই সপ্তাহের জন্য পূর্ণ লকডাউন সুপারিশ করেছিল। সরকার ইতোমধ্যে ১৪ই এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের লক ডাউন ঘোষণা করেছে। কমিটি এতে সন্তোষ প্রকাশ করে। যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে দুই সপ্তাহের কম লক ডাউনে কার্যকর ফলাফল আশা করা যায়না। দেশের অর্থনীতি সচল রাখার স্বার্থে শিল্প-কলকারখানা খোলা রাখার বিষয়টি কমিটি উপলব্ধি করে। তবে, বেসরকারী দপ্তর, ব্যাংক খোলা রাখা, ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যক্তিগত গাড়ী চলাচল, ইফতার বাজারে অনাকাঙ্খিত ও অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ভিড় লকডাউনের সাফল্যকে অনিশ্চিত করে। পাশাপাশি সভা সামাজিক সমতার বিষয়েও নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বাস্থ্য, ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য জরুরী সেবা ছাড়া সব কিছু বন্ধ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়। কমিটি খোলা রাখা জরুরী সেবার তালিকা প্রকাশ করার অনুরোধ করে। অন্যথায় বিরূপ পরিস্থিতির আশংকা প্রকাশ করা হয়। উদাহারণ হিসেবে চলমান লক ডাউন এ চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের ডিউটির জন্য চলাচলে বাধা ও অনাকাঙ্খিত ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। কাঁচা বাজার উন্মুক্ত স্থানে স্থাপনের প্রস্তাব আবারও দেয়া হয়। **কমিটি আরো এক সপ্তাহের জন্য কঠোর লকডাউন এর সুপারিশ করে। পরবর্তীতে সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগে সংক্রমণের হার বিবেচনা করে আবার সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।** ধীরে ধীরে লক ডাউন শেষ করার পূর্ব পরিকল্পনা (exit plan) প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।

ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতাল চালু হওয়ায় সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয়। রোগী ভর্তির বাড়তি চাপ থাকায় অতি দ্রুত আরও সক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের উপরও জোর দেয়া হয়।

করোনা রোগী দ্রুত সনাক্ত করা সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সরকার ল্যাবরেটরীর সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কাজ করছে। সাম্প্রতিককালে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। নমুনা সংগ্রহ সহজ ও রোগীদের হাতের নাগালের মধ্যে আনার জন্য শহর অঞ্চলে প্রতি ওয়ার্ডে নমুনা সংগ্রহের বুথ স্থাপন করা প্রয়োজন। রিপোর্ট দ্রুত প্রেরণ করার জন্য নমুনা সংগ্রহের বুথে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করার পরামর্শ দেয়া হয়।

নমুনা পরীক্ষা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে কমিটি ইতোমধ্যে সরকারী নমুনা পরীক্ষা বিনামূল্যে করার পরামর্শ দিয়েছে। পিসিআর টেস্ট কিটের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় বেসরকারী পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার মূল্য পূণনির্ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়। এতে করে যেমন পরীক্ষার সংখ্যা বাড়বে, তেমনিভাবে সাধারণ মানুষের নাগালের

মধ্যে নিয়ে আসবে ও সাশ্রয়ীমূল্যে পরীক্ষা করা যাবে। সরকারী ল্যাবরেটরীতে চাপ কিছুটা কমবে। এতে করে রোগীদের পরীক্ষা ও রিপোর্ট দ্রুত প্রদান করে আইসোলেশন নিশ্চিত করা যাবে যা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী/বেসরকারী সকল হাসপাতাল, ক্লিনিকে গর্ভবতী করোনা/নন করোনা মা'দের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিন্তে করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ ব্যাপারে অন্যথা উচিৎ নয়।। করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে অবশ্যই গর্ভবতী মা'দের সেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন ডিএনসিসি হাসপাতালে গর্ভবতী মা'দের একটা কর্ণার এ বিশেষায়িত (আইসিইউ) ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রতিটি হাসপাতাল তার নিজস্ব সক্ষমতা অনুযায়ী চেইন অফ রেফারেন্স সিস্টেম মেনে চলবেন।

সকল মৃদু করোনা রোগীদের বাড়ীতে থেকে চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য টেলিমেডিসিন সেবা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সেই সাথে কোয়ালিটি সেবা নিশ্চিত করার জন্য টেলিমেডিসিন সেবা নিয়মিত মনিটরিং জোরদার করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা
সভাপতি
কোভিড ১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি